প্রযুক্তি বুকলেট

ছাগল পালন

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ডাঃ মোঃ গোলাম কবির

প্রকল্প পরিচালক

রচনা ও সম্পাদনায়

ডা. মোঃ আফলাক উদ্দিন ফকির, পরিচালক

ড. সৈয়দ আলী আহসান, উপ-পরিচালক

ডা. পল্লব কুমার দত্ত, উপ-পরিচালক

জিনাত সুলতানা, উপ-পরিচালক

দীপক কুমার সরকার, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর

সম্পাদনা সহযোগিতায়

ডা. মোঃ আনোয়ার সাহাদাৎ, উপ প্রকল্প পরিচালক

ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান, উপ প্রকল্প পরিচালক

প্রকাশনায়

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

Website: www.dls.gov.bd

Email:pdhaordls@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যাঃ ৫,৮৫০ কপি

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০২১

মুখবন্ধ

সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ গ্রহন বৃদ্ধিকরন এবং খাদ্যে পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রমের মাধ্যমে হাওর এলাকার ৭টি জেলার ৫৩টি উপজেলার ৩৩৮ টি ইউনিয়নের ৫১,২৭৬ সুফলভোগী পরিবার প্রত্যেক্ষভাবে এবং ৪,১০,৬৪৪ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়ন তথা হাওর এলাকার প্রাণিজ ও আমিষ দুধ,ডিম,মাংসের চাহিদা পূরণ করে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে পদার্পনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ উৎপাদনকারী, ছাগল পালন খামারি/ সুফলভোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসু করতে সহায়ক হিসেবে এ বুকলেটটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্পে ছাগল খামারী উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

এ বুকলেটটি রচনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

ডাঃ মোঃ গোলাম কবির
প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	ছাগল পালনের সুবিধাসমূহ	১
৩.	ছাগল পালনের সমস্যাসমূহ	১
৪.	ছাগলের জাত পরিচিতি	২
৫.	বাংলাদেশের ছাগলের বৈশিষ্ট্য	২
৬.	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধা	৩
৭.	ছাগলের বিভিন্ন পালন পদ্ধতি	৩
৮.	ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	৪
৯.	ছাগল ক্রয়ের বিবেচ্য গুনাবলী	৫
১০.	ছাগলের খাদ্যব্যবস্থাপনা	৬
১১.	ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা	৯
১২.	ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	১১
১৩.	ছাগলের রোগ প্রতিরোধে টিকাদান	১১
১৪.	ছাগলের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার	১২

ছাগল পালন

ভূমিকা

ছাগল বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। ছাগল আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস দুধ ও মাংস উৎপাদন ছাড়াও পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদনে ছাগল গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া হতে উন্নত মানের চামড়াজাত পণ্য তৈরি হয়। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়ার কদর বিশ্বব্যাপী। ছাগলের দুধ, মাংস, চামড়া, পশম ও মলমূত্রের বহুমুখী ব্যবহার একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদে পরিণত করেছে। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য খরচের প্রয়োজন হয়। আত্মকর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছাগল হতে পারে একটি অন্যতম হাতিয়ার।

ছাগল পালনের সুবিধাসমূহ ঃ

* বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল স্বল্প ব্যয়ে ছাগল পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত। গ্রামের বসতবাড়িতে ২-৪ টি ছাগল পালন করা লাভজনক।
* ছাগল অপ্রচলিত খাদ্য যেমনঃ কাঁঠাল পাতা, কলা পাতা, হিজল পাতা এমনকি বসতবাড়ির আশেপাশের লতাপাতা ও সামান্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম।
* স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষী, গ্রামের দুস্থ্য মহিলাও বাড়ির আশে-পাশে, ক্ষেতের ধারে, রাস্তার পাশে ছাগল চড়িয়ে পালন করতে পারে।
* ছাগলের রোগ বালাই অন্যান্য গবাদিপশুর তুলনায় কম হওয়ায় ছাগল পালন লাভজনক।
* বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে ২-৪ টি করে বাচ্চাদেয় বলে এ জাতের ছাগল পালন লাভজনক।

* দেশে ও দেশের বাইরে ছাগলের মাংস, দুধ ও চামড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই এগুলো বাজারজাত করণ সহজসাধ্য।
* ছাগল খামার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের ঝুঁকি অন্যান্য গবাদি প্রাণির তুলনায় কম।

ছাগল পালনের সমস্যাসমূহ ঃ

* নীতিমালাহীন অবাধ সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের কৌলিক মানের বিনাশ।
* ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকর সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনার অভাব।
* ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে খামারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।
* ছাগলের বিভিন রোগ দমনে প্রস্তুতিমূলক ও কৌশলগত ব্যবস্থার অভাব যেমনঃ কৃমি নাশক না খাওয়ানো, যথাসময়ে টিকা প্রদান না করা ইত্যাদি।
* স্ক্যাভেঞ্জিং, সেমি-ইন্টেনসিভ এবং ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল উৎপাদনের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ছাগলের জাত পরিচিতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১. মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাত, ২. দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত, ৩. পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাত এবং ৪. চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত।

বাংলাদেশের ছাগলের বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দু'টি জাত দেখা যায় । এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনাপারী ছাগল ।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

* ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত খাটো। উচ্চতা ১৬-২০ ইঞ্চি।
* এদের দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়।

চিত্রঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী

চিত্রঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা

* এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল এবং শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো।

* ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত। বাটগুলো মোটা ও লম্বা ।

* পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি। পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি।

* ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি দ্রুত ঘটে। ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয়। এরা প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে।

* ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

* ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস পাওয়া যায়।

* ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধা ঃ

* সাধারণত ১২-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় একটি ছাগী বছরে দু'বার বাচ্চা প্রসব করলেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ছাগী থেকে ২-৮ টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে।

* ২০ কেজি দৈহিক ওজন সম্পন্ন একটি ছাগী থেকে কমপক্ষে ১১ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস এবং ১.-১.৪ কেজি ওজনের অতি উন্নতমানের চামড়া পাওয়া যায় ।

* ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামডা একটি অতি মূল্যবান উপজাত।

* দেখা গেছে, সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ২৫টি ছাগীর খামার থেকে ১ম বছরে ৫০,০০০ টাকা, ২য় বছরে ৭৫,৩৩৭ এবং ৩য় বছরে ১,০২,৬০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

যমুনাপারী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

চিত্র ঃ যমুনাপারী জাতের ছাগল

* এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি মূলত ভারত। আমাদের দেশে এ জাতের ছাগল রাম ছাগল নামে পরিচিত।

* যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে (উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি)।

* এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে।

* এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। সাধারণত ২০-২৫ সে.মি. ঝুলন্ত কান হয়ে থাকে।

* এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে।

* ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয়।

* এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়।

ছাগলের বিভিন্ন পালন পদ্ধতি

কোন খামারে ছাগলের সংখ্যা, অর্থনৈতিক লক্ষ্য, মূলধন, বিচরণ ভূমি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে নিম্নে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

১.পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার

খামারে ছাগলের সংখ্যা ২-৫ টি। ছাগলের জন্য আলাদা কোন বাসগৃহের প্রয়োজন হয় না।

সাধারণত গোয়াল ঘরে বা খামারীর ঘরে বা বসতঘরের বারান্দায় ছাগলকে রাখা হয়।বসত ঘরের আশে পাশের পতিত জমি ও ক্ষেতের আইলের ঘাস হতে ছাগলের খাদ্যের সংস্থান হয়। তবে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে গমের ভূষি, চালের কুড়া, ছোলার ভূষি, ভাতের মাড়, কাঁঠাল পাতা প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এদের রোগ ব্যাধিও তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং উৎপাদন ভাল হয়। অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় বলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র খামারী, প্রান্তিক চাষী এবং উচ্চ বিত্ত কৃষক সকলেই এ ধরণের খামার করতে পারেন।

২. মুক্তভাবে ছাগল পালনঃ খামারে ছাগলের সংখ্যা ৮-১০ টি। বসত বাড়ির আশে পাশের অনাবাদি পতিত জমিতে মুক্তভাবে সারাদিন ছাগল চরানো হয়। শুধু রাতের বেলায় ছাগলকে দানাদার খাবার সরবরাহ করা হয়।

৩. সেমি ইনটেনসিভ বা আধা নিবিড় পদ্ধতিঃ খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়। ছাগলকে দিনের বেলায় খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা হয়।

৪. ইনটেনসিভ বা নিবিড় পদ্ধতিঃ খামারে শতাধিক হতে সহস্রাধিক ছাগল পালন করা সম্ভব। ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় এবং কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয়।খামার গৃহের সাথে খামার গৃহের প্রায় দ্বিগুণ জায়গা নিয়ে খোঁয়াড় তৈরি করা হয় যার চারপাশে বেড়া দেওয়া থাকে। উক্ত খোঁয়ারে ছাগলকে দিনের বেলা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার ঘাস জাতীয় খাদ্য খোঁয়াড়ে সরবরাহ করা হয়।

৫. ইনটিগ্রেটেড বা সমন্বিত খামারঃ ফলজ বা বনজ বাগানে সমন্বিত উপায়ে আধা-নিবিড় বা পারিবারিকভাবে ছাগল পালন করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পেয়ারা, পেঁপে, আম, কাঠাল, লিচু, কলা প্রভৃতি ফলজ বাগান অথবা বনজ বাগানের নিচে পারা, সিগনাল, মাসকালাই, কাউপি, ধইঞ্চা প্রভৃতি ঘাস চাষ করা যেতে পারে। ফলে ঘাস চাষের জন্য আলাদা কোন জমির প্রয়োজন হয় না। উক্ত ঘাস কেটে খাওয়ানো যেতে পারে বা এতে ছাগল চরানো যেতে পারে। এ ছাড়া ফল বাগানের অতিরিক্ত পাতা কেটে ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে

ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

ছাগলের রোগ বালাই কম হলেও ছাগল একটি তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই এদের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ছাগলের বাসস্থান এর বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। ছাগলের খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

ছাগলের বাসস্থানঃ

* ছাগলের জন্য সবসময়েই অধিক উপযোগী হচ্ছে মাচায় ঘর করা।
* যথাসম্ভব উঁচু ও শুষ্ক জায়গায় ছাগল খামার স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যার পানি খামারে প্রবেশ করতে না পারে এবং বৃষ্টির পানি জমে না থাকে।
* খোলামেলা এবং প্রচুর আলো বাতাস রয়েছে এমন জায়গায় খামার স্থাপন করা বাঞ্চনীয়।
* ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এবং দক্ষিণ দিক খোলা রাখতে হবে।
* ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা এবং মেঝে সবসময় শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখতে হবে।
* ঘাস চাষের উপযোগী উর্বর মাটিতে খামার স্থাপন করলে ঘাস চাষের সুবিধা হয়।
* কাছাকাছি চারণ ভূমি আছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা লাভজনক।
* একটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য ১.০-১.৫ বর্গমিটার বা ১০-১৫ বর্গফুট এবং বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ০.৩-০.৮ বর্গমিটার বা ৩-৮ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন।

চিত্রঃ ছাগলের ঘর

* লোকালয় হতে সামান্য দূরে কিন্তু বাজার বা শহরের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিৎ।
* খামারে পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় নালা-নর্দমা থাকতে হবে।
* কাছাকাছি চারণ ভূমি আছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা লাভজনক।

মাচায় ছাগলের ঘর নির্মাণঃ

* বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি এবং গোবর ও চনা পড়ার সুবিধার্থে মাচার মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে।
* মাচার উচ্চতা ১ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬-৮ ফুট হবে।
* বৃষ্টির পানি ছাগলের ঘরেযাতে সরাসরি না ঢোকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
* শীতকালে যাতে ছাগলের ঠান্ডা না লাগে ঘরে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
* শীতের সময় মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

ছাগল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য গুণাবলী

ছাগীর ক্ষেত্রে ঃ

* নির্বাচিত ছাগী হবে অধিক উৎপাদনশীল বংশের ও আকারে বড়।
* ছয় বা আট মাস বয়সের ছাগী কিনতে হবে।
* ছাগীর পেট তুলনামূলক ভাবে বড়, পাঁজরের হাড়, চওড়া ও প্রসারিত থাকতে হবে।
* নির্বাচিত ছাগীর ওলান সুগঠিত ও বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পাঠাঁর ক্ষেত্রে ঃ

* পাঁঠার বয়স ১২ মাসের মধ্যে হতে হবে, অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
* পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
* পাঁঠা নির্বাচনের জন্য মায়ের ইতিহাস (অর্থাৎ তারা বছরে ২ বার বাচ্চা দিত কী না, প্রতিবারে একটির বেশি বাচ্চা হতো কী না, দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি গুণাবলী) নেয়া যেতে পারে।

বয়স নির্ণয় ঃ

* ছাগলের দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ করতে হয়। বয়স ১২ মাসের নিচে হলে দুধের সবগুলার দাঁত থাকবে, ১২-১৫ মাসের নিচে বয়স হলে স্থায়ী দাঁত এবং ৩৭ মাসের উর্ধ্বে বয়স হলে ৪ জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে হলে খামারে পালনের জন্য ছাগল নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। খামারে পালনের জন্য ক্রয়কৃত/ নির্বাচিত ছাগলকে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত হতে হবে । তাছাড়া চর্মরোগ, চোখের রোগ এবং বংশগত রোগ ব্যাধি থাকা চলবে না। কোন এলাকায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বা কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল এমন এলাকা হতে ছাগল সংগ্রহ করা যাবে না। খামারে প্রতিপালনের জন্য উন্নত জাতের ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচন করতে হবে।

ছাগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

* নির্বাচনের সময় ছাগীর বয়স ৯-১৩ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* মাথা লম্বা ও মধ্যম আকারের হবে। মখু ভরাভরা হবে।

* কুঁজ ও ঘাড় প্রায় সরল রেখায় বা সোজা থাকবে।
* বুক মধ্যম আকৃতির ও বেশ চওড়া হবে যাতে সামনের দুই পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।
* পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া ও প্রসারণশীল হবে।
* সামনের পা দুটি সোজা, দৃঢ় ও হাড়গুলো মজবুত হবে। পায়ের খুর সমান্তরাল ভাবে মাটিতে পড়বে।
* নির্বাচিত ছাগী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হবে। ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দেওয়ার এবং প্রতিবারে একাধিক বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড থাকতে হবে।
* নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ১০% এর নিচে থাকতে হবে।
* নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর দৈনিক গড়ে ৫০০ গ্রাম দুধ প্রদান করার রেকর্ড থাকতে হবে।
* নির্বাচিত ছাগীর ওলান বড়, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা লক্ষণ যোগ্য হবে।

পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

* নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* পাঁঠা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকল প্রকার যৌন ব্যাধি মুক্ত।
* চামড়া নরম ও ঢিলেঢালা হবে, টানলে উঠানামা করবে।
* পশম মসৃণ ও ছোট ছোট, সিল্কের মত চকচকে হবে।
* মাথা ও ঘাড় পুরুষালি, ভারী হবে। শরীরের পেছনের ভাগ সবল ও দৃঢ় হবে ।
* অন্ডকোষের আকার বড় ও সগুঠিত এবং দৃষ্টিযোগ্য হবে কিন্তু বেশি ঝুলানো থাকবে না।
* পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট, মজবুত ও দৃঢ় হবে।
* পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর দুধ প্রদানের রেকর্ড কমপক্ষে ৭০০ গ্রাম হবে।
* পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হবে, বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান এবং প্রতিবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের রেকর্ড থাকতে হবে।
* পেছনের পা দুটি মজবুত, সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে। জাম্প করায় পটু হতে হবে।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

* ছাগল সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে।
* ছাগল সাধারণতঃ কাঁঠাল, আম, কলা, বরইপ্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে।
* ছাগল লিগিউম ফডার বেশী পছন্দ করে।
* এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দূর্বাঘাস, লতা, এবং বাড়ির শাক-সবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে থাকে।
* ছাগল সাধারণত বেছে বেছে খাদ্য মনোনীত করে খেয়ে থাকে।
* ছাগলকে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশজাতীয় খাদ্য প্রদান করা প্রয়োজন।
* সাধারণত ১৫-২০ কেজি ওজনের ছাগলের জন্য দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি সবুজ/ কাঁচা ঘাস খাওয়ানো প্রয়োজন।
* ছাগলকে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম মিশ্রিত দানাদার খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন।
* ছাগলকে দানাদার খাদ্য হিসেবে চাল,গম বা ভূট্টার ভাংগা, চালের কুড়া, গমের ভূষি, মাসকালাই, খেসারী ভাঙ্গা ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

নিম্নে ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ছক আকারে দেখানো হলো।

ছাগলের ওজন (কেজি)	দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)	দৈনিক ঘাস সরবরাহ(কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
> ১৮	৩৫০	২.০

* এক কেজি মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রস্তুতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমান

উপাদান	**মিশ্রণ**
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩০০ গ্রাম
চালের কুড়া	৩০০ গ্রাম
গমের ভূষি/ডালের ভূষি	২০০ গ্রাম
খৈল (সয়াবিন/তিল/সরিষা)	১৫০ গ্রাম
ঝিনুক গুড়া	২০ গ্রাম
লবন	৩০ গ্রাম
	মোট=১০০০ গ্রাম

* ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে।
* উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো প্রয়োজন।
* ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করতে বিভিন্ন উপকরনের পরিমান

উপাদান	পরিমান
২-৩ ইঞ্চি করে কাটা খড়	১ কেজি
চিটাগুড়	৩০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
পানি	৬০০ মি.লি.

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে

হবে,এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়। এ ভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে ছাগলকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলকে দৈনিক ৫০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ইউরিয়া-মোলাসেস প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। তবে ছাগলকে প্রথম অবস্থাতেই উক্ত প্রক্রিয়াজাতখাদ্য একাবারে দেয়া যাবে না। প্রাথমিকভাবে দৈনিক অল্প অল্প করে প্রক্রিয়াজাত খড় সরবরাহ করে ৩/৪ দিনের মধ্যে উক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভাস করাতে হবে। এর পর থেকে ছাগলকে দৈনিক পূর্ণ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে।

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় খাওয়াতে সাবধানতা অবলম্বনঃ

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় তৈরির সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ছয় মাসের কম বয়সের ছাগলকে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় খাওয়ানো যাবে না।

ছাগলের জন্য ঘাস চাষঃ

* ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশি ঘাস খাওয়ানো যায়।
* ইপিল ইপিল, কাঁঠালপাতা, খেসারী, মাসকলাই, দুর্বা, ইত্যাদি দেশি ঘাসগুলো পুষ্টিকর।
* উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার ঘাস আবাদ করা যেতে পারে।

বয়স ও উৎপাদনের ভিত্তিতে এ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ ঃ

ক) ছাগল ছানার কলষ্ট্রাম ও দুধ খাওয়ানো ঃ

সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন জন্মের সময়ে ০.৮-১.৫ কেজি হয়। জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে কলষ্ট্রাম বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধ বাচ্চার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগল ছানাকে ১৫০-২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এ পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে। শাল দুধ খাওয়াতে দেরি হলে হজমে সমস্যা হয়। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। জন্ম হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত হারে খাদ্য প্রদান করা উচিৎঃ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমাণ	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমাণ	কাঁচা ঘাস
০-২	২০০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৯-১০	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
১১-১২	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

ছাগল ছানার বয়স ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু ছাগীর দুধের বাট দুটি হওয়ায় সবগুলো বাচ্চা একসাথে মায়ের দুধ খেতে পায় না। ফলে অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চা আরও দূর্বল হয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত মিশ্রণ অনুযায়ী মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো যেতে পারে।

উপাদান পরিমাণ	(%)
ননী মুক্ত গুড়া দধু (স্কিম মিল্ক) পাউডার	৭০
চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া	২০
সয়াবিন তেল	৭
ঔবন	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

মিল্ক রিপ্লেসারের বিভিন্ন উপাদান

উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয় ভাগ উষ্ণ (৩৯-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে।

খ) কিড ষ্টার্টার ঃ ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন এবং উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে। নিম্নে ছাগল ছানার কিড ষ্টার্টার এর কয়েকটি সম্ভাব্য মিশ্রণ দেয়া হলো ঃ

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ ২	মিশ্রণ-৩
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
মাসকালাই/খেসারী ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
গমের ভূষি/চালের কুড়া	২৫.০	২৫.০	২৫.০
তিলের খৈল	১০.০	৫.০	-
সয়াবিন খৈল	৮.০	১০.০	১৭.০
শুটকি মাছর গুড়া	-	২.০	-
চিটাগুড়	৪.০	৫.০	৫.০
সয়াবিন তেল	১.০	১.০	১.০
ঔবন	১.০	১.০	১.০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫

কিড (০-৩ মাস) ষ্টার্টারের সম্ভাব্য মিশ্রণ (%)

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয়।

ছাগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

* ছাগীর বয়স ৯-১৩ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* মাথা লম্বা ও মধ্যম আকারের হবে। মুখ ভরাভরা হবে।
* কুঁজ ও ঘাড় প্রায় সরল রেখায় বা সোজা থাকবে।
* বুক মধ্যম আকৃতির ও বেশ চওড়া হবে যাতে সামনের দুই পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।

* পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া ও প্রসারণশীল হবে।
* সামনের পা দুটি সোজা, দৃঢ় হবে এবং পায়ের খুর সমান্তরাল ভাবে মাটিতে পড়বে।
* ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ১০% এর নিচে থাকতে হবে।
* ছাগীর মা, দাদী ও নানীর দৈনিক গড়ে ৫০০ গ্রাম দুধ প্রদান করার রেকর্ড থাকতে হবে।
* ছাগীর ওলান বড়, বাঁট কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা লক্ষণযোগ্য হবে।
* ছাগী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হবে। ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দেওয়ার এবং প্রতিবারে একাধিক বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড থাকতে হবে।

পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

* নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* পাঁঠা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকল প্রকার যৌন ব্যাধি মুক্ত।
* চামড়া নরম ও ঢিলেঢালা হবে, টানলে উঠানামা করবে।
* পশম মসণৃ ও ছোট ছোট, সিল্কের মত চকচকে হবে।
* মাথা ও ঘাড় পুরুষালি, ভারী হবে। শরীরের পেছনের ভাগ সবল ও দৃঢ় হবে ।
* অন্ডকোষের আকার বড় ও সগুঠিত এবং দৃষ্টিযোগ্য হবে কিন্তু বেশি ঝুলানো থাকবে না।
* পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট, মজবুত ও দৃঢ় হবে।
* পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর দুধ প্রদানের রেকর্ড কমপক্ষে ৭০০ গ্রাম হবে।
* পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হবে, বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান এবং প্রতিবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের রেকর্ড থাকতে হবে।
* পেছনের পা দুটি মজবুত, সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে। জাম্প করায় পটু হতে হবে।

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণঃ

* ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায়।
* খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয়।
* মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে।
* সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে, অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয়।
* ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার (ভালভা) লাল হয় এবং ফুলে যায়।
* যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয়।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণঃ

* বাড়ন্ত ছাগী ৫-৬ মাস বয়সে প্রথম গরম হয়, এ বয়সে তাকে পাল না দেয়াই ভাল।
* প্রজননের জন্য ছাগীর বয়স ৭-৮ মাস এবং ওজন ১২-১৩ কেজি হওয়া প্রয়োজন।
* প্রজননের সময় কম বয়সের পাঠীকে কম বয়সের পাঠার সাথে পাল দেয়া ঠিক নয়।

* ছাগল গরম হওয়ার লক্ষণ ও প্রজননের উপযুক্ত সময় - ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হয়, অর্থ্যাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

* ছাগী সাধারণত পাল দেওয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে বাচ্চা দেয়।
* ছাগী বাচ্চা দেয়ার ২০-৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চা দেয়ার ৯-১২ দিনেরমধ্যেও ছাগী গরম হতে পারে। তবে এ সময়ে ছাগীকে পাল দেয়া ঠিক হবে না। বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২ মাস পর ছাগীকে পাল দেয়া উত্তম।
* পাল দেওয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা সব সময় নিঃরোগ, ভাল বংশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হতে হবে।
* ছাগলের সুস্থ বাচ্চার জন্য ছাগীর বাবা বা দাদা বা ছেলে বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

পাঁঠা পালন ব্যবস্থাপনা ঃ

* একটি পাঁঠা সাধারণতঃ ৩/৪ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেয়ার জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয়।
* খামার ব্যবস্থাপনায় প্রজননের জন্য দশটি ছাগীর বিপরিতে একটি পাঁঠাই যথেষ্ট।
* পাঁঠাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা না হলে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে, তবে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হলে ওজন ভেদে ঘাসের সাথে দৈনিক ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে।
* পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন।
* ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমান দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন। কোনভাবেই পাঁঠাকে বেশী চর্বি জমতে দেয়া যাবে না।
* একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের সুস্থতার লক্ষণঃ

* সুস্থ ছাগলের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০-৯০ বার, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ২৫-৪০ বার এবং তাপমাত্রা ৩৯.৫০ সেঃ হওয়া উচিত ।
* সুস্থ ছাগল দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবে। কোন ছাগল অসুস্থ হলে সেটি দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলে বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
* সুস্থ ছাগল এক মনে খাদ্য গ্রহণ করে।
* সুস্থ ছাগলের মাথা শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে এবং সবসময়ে সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
* ছাগলের নাক ও চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
* সুস্থ ছাগল কোন রকম খুঁড়িয়ে হাটবে না।
* সুস্থ ছাগলের পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ুপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
* দুধের বাঁট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মত থাকবে, কোন প্রকার দানা থাকবে না।
* ছাগলের কাছে কোন আগন্তক এলে সুস্থ ছাগল সাবলীল ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে তাকাবে এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় খাদ্য গ্রহন শুরু করবে।

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে টিকাদান

রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম। রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপুর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা। কোন সুস্থ প্রাণীকে রোগ হওয়ার পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট রোগের টিকা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত রোগ হতে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনেশন বলে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়ে ওঠে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনও কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, আবার কখনও কয়েক বছর হতে আজীবন কাল হতে পারে।

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে সুস্থ অবস্থায় নিম্নোক্ত টিকার প্রদান করতে হবেঃ

* একথাইমা রোগের ভ্যাকসিন ছাগলের বাচ্চা জন্মের ৩য় দিনে ১ম ডোজ এবং ১৫-২০ দিন পর ২য় ডোজ এবং ৯০ দিন পর ৩য় ডোজ দিতে হবে।
* ৩ মাস বয়সে ছাগলকে ক্ষুরারোগের রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
* ৪ মাস বয়সে ছাগলকে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
* ৪ মাস বয়সে ছাগলকে জলাতংক রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
* ৫ মাস বয়সে ছাগলকে গোট পক্স রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
* ৬ মাস বয়সে ছাগলকে গলাফুলা রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
* পালের সব ছাগলকে একই দিনে বছরে দুইবার (বর্ষার শুরু ও শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

ছাগলের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার

আমাদের দেশে ছাগল মূলত পিপিআর, নিউমোনিয়া ও কৃমিতে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে নিম্নে বর্ণিত রোগে ছাগল আক্রান্ত হতে পারে।

* পিপিআর
* গোট পক্স
* একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ
* এ্যানথ্রাক্স/তড়কা
* নিউমোনিয়া
* ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস
* ধনুষ্টংকার/টিটেনাস
* কৃমি

পিপিআর

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্বক রোগ। এ রোগের জীবাণু ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্রুত চিকিৎসা না করালে ৫-১০ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায়।

রোগের লক্ষণঃ

* পিপিআর রোগে আক্রান্ত পিঠ বাঁকা করে দাড়িয়ে থাকে।
* নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে এবং নাকের ভিতরে শ্লেষ্মা জমে যায়।
* ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং ডায়রিয়া দেখা দেয়।
* জিহবা, দাঁতের মাড়ি, মাজল ও মুখের ভিতর ঘা হয়।
* মলের রং গাঢ় বাদামী হয়
* মলের সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মিশানো মিউকাস আসে।
* শ্বাস কষ্ট, কাশি প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

চিত্রঃ পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

* এ রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না।
* তবে পানি স্বল্পতা পূরনে স্যালাইন খাওয়ানো যেতে পারে।
* সুস্থ অবস্থায় ও ছাগলের ৪ মাস বয়সে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন প্রদান করতে হয়।
* ঝুঁকি এড়াতে ২ মাস বয়সে টিকা ও ৪ মাস বয়সে বুষ্টার ডোজ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
* একবার টিকা দিলে ১ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

ছাগলের নিউমোনিয়া

রোগের লক্ষণঃ

ছাগলের এ রোগ হলে প্রথমে ঠাণ্ডা ও পরে জ্বর হবে

নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।

ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং শ্বাস ফেলতে কষ্ট হবে।

নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

* এ রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।
* ছাগলকে পরিষ্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচলের উপযোগী ঘরে রাখতে হবে।
* ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ

কন্টাজিয়াস একথাইমা হচ্ছে ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণঃ

* এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের নাক ও মুখের চারদিকে ফুঁসকুড়ি হয়।
* ঠোঁট ও মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
* অনেক সময় চোখ, ওলান, মলদ্বার ও পায়ের খুরের উপরে চামড়ায় ফুঁসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে।
* ফোস্কা ফেটে তরল আঠাল পদার্থ ঝরতে থাকে এবং প্রদাহ হয় ।

একথাইমা রোগে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

* ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কন্টাজিয়াস চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
* আক্রান্ত ক্ষত ফিটকিরি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
* আক্রান্ত স্থানে মিথাইল ব্লু বা ক্রিষ্টাল ভায়োলেট ব্যবহার করা যেতে পারে।
* এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানার ১-২ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ১০-১৪ দিন বয়সে ২য় ডোজ এবং ৩ মাস পর ৩য় ডোজ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

ধনুষ্টংকার/টিটেনাস

যে কোন অপারেশন, খাসীকরণ, বাচ্চা প্রসবের সময় ছাগীতে বা ছাগল ছানার নাভীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে টিটেনাস রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

* আক্রান্ত ছাগলের চোয়াল, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়।
* খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে।

চিত্রঃ টিটেনাস রোগে আক্রান্ত ছাগল।

* প্রথম দিকে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং শেষ দিকে তাপমাত্রা কমে যায়।
* দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে যায়, পা ও ঘাঁড় শক্ত হওয়ায় আক্রান্ত ছাগল চলাফেরা করতে পারেনা।
* তীব্র আক্রান্ত ছাগল কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।

টিটেনাস রোগে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

- ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
- খোঁজাকরণ, নাড়ি কর্তন, লোম কাটাসহ যে কোন ধরণের অপারেশনের সময় ছাগলকে
- টিটেনাস টক্সয়েড/এন্টি টিটেনাস সিরাম ইনজেকশন করতে হবে।
- ডেটল, সেভলন প্রভৃতি এন্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস (Mastitis)

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ফাংগাস সহ ১৮-২০ ধরণের জীবাণু দ্বারা দুগ্ধবতী ছাগলের ম্যাস্টাইটিস বা ওলান প্রদাহ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

* ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়।
* দুধ দোহন করলে পাত্রে দুধের তলানি পড়ে, দুধের স্বাদ লবণাক্ত হতে পারে,
* তীব্র রোগে ওলানের ভিতর পুঁজ হয়, পরে দুধের সাথে রক্ত আসে ও দর্গুন্ধ হয়
* ওলান ও বাটে ব্যাথা হয়, দুধ দোহন করতে বা বাচ্চাকে টেনে খেতে দিতে চায় না।

চিত্রঃ ছাগলের ওলান প্রদাহ রোগ।

ওলান প্রদাহ রোগে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

* ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ওলান প্রদাহ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
* মাঝে মাঝে ওলানের প্রত্যেক কোয়ার্টারের দুধ কালো কাপড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন তলানি, পুঁজ বা রক্ত আছে কিনা, দুধের রং পরিবর্তন হয়েছে কিনা।
* ছাগীকে গাদাগাদি বা ঠাসাঠাসি করে রাখা যাবে না।
* প্রসবের আগে ও পরে ছাগীকে সমতল ও নরম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে।

* দুধ দোহনের সময় হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
* বড় ছাগল ছানাকে ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া যাবে না।

তড়কা/এ্যানথ্রাক্স

ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস নামক এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

* এ রোগে আক্রান্ত ছাগল লক্ষণ প্রকাশের আগেই অনেক সময় মারা যায়।
* ছাগল টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাপাঁতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায় এবং মারা যায়।
* এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৩-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট)
* খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, জাবর কাটে না, শ্বাস কষ্ট হয়।
* নাক মুখ দিয়ে লালা পড়ে, পেট ফুলে ওঠে, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয়।
* রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মল কালো হতে হতে আলকাতরার মত হয়ে যায়।
* ছাগল টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাপাঁতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায় এবং মারা যায়।
* মরা ছাগলের নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয়।

চিকিৎসাঃ

* ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী এ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
* লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত প্রাণিকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে।
* অসুস্থ্য ছাগলকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করানো যাবে না।
* অসুস্থ্য ছাগলকে বিক্রি করা যাবে না।
* আক্রান্ত প্রাণি বা মৃতদেহ কোন অবস্থাতেই ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না।
* কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না।
* মৃত ছাগলকে মাটিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গর্তে চুন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তার উপর মৃতদেহ রেখে মৃতদেহের উপর আবার চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মাটি দিতে হবে।
* মৃত ছাগলের ব্যবহৃত সকল জিনিস পুড়ে ফেলতে হবে।
* সুস্থ্য ছাগলকে নিয়মিত (১ বছর পর পর) এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

গোট পক্স

গোট পক্স হচ্ছে ছাগলের একটি অন্যতম মারাত্বক ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণঃ

* এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের জ্বর হয়।
* চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে।
* আক্রান্ত ছাগলের সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে।
* সাধারণত মুখের চারপাশে, নাকে, মাজলে, মুখের ভিতরে দাঁতের মাড়িতে, কানে, গলায়, ওলানে ও বাঁটে পশম কম এমন জায়গায় বসন্তের গুটি বা ফোস্কা দেখা যায়।

চিত্রঃ ছাগলের গোটপক্স রোগ।

গোট পক্স রোগে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

* ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী বসন্ত রোগ আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
* আক্রান্ত ক্ষতে এন্টিবায়োটিক পাউডার বা কর্টিসোন ক্রিম লাগানো যেতে পারে।
* রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ ছাগলকে পাল থেকে আলাদা করতে হবে।
* সুস্থ ছাগলকে গোট পক্সের টিকা প্রদান করতে হবে ।

ছাগলের কৃমি রোগ

রোগের লক্ষণঃ

* ছাগলের এ রোগ হলে স্বাস্থ্যহানি হয়।
* শরীর দূর্বল ও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।
* প্রজনন কম বা বিলম্ব হয়।
* ছাগলের ডায়রিয়া হতে পারে।

কৃমিতে আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসাঃ

* এ রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।
* ছাগলকে পরিষ্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচলের উপযোগী ঘরে রাখতে হবে।
* ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে

এন্টারো-টক্সিমিয়া

ক্লোস্ট্রিডিয়াম প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট টক্সিন দ্বারা এন্টারো টক্সিমিয়া রোগ দেখা দেয়। পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যবস্তু এ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল শরীরের ভার বহন করতে পারে না, চারণ-ভূমিতে হাটতে হাটতে কাপঁতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে. পেট ফুলে উঠে, ডায়রিয়া হয়। তীব্র প্রকৃতির রোগে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে মারা যায়। রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ

* ভেটেনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টারো টক্সিমিয়া আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে ।

ক্ষুরারোগ

চিত্রঃ ছাগলের ক্ষুরারোগ।

ক্ষুরারোগ ছাগলের একটি ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। এ রোগে মৃত্যুর হার কম হলেও উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, গর্ভবতী ছাগীর গভর্পাত হয়, শরীরে কাপুঁনি দিয়ে জ্বর আসে, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখের ভিতরের পর্দায়, জিহ্বায়, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের ফাঁকে এমনকি ওলানে ফোস্কা পড়ে। মুখে ঘায়ের কারণে ছাগল খেতে পারে না, ফলে দূর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষুরে ঘা হাটে। আক্রান্ত ক্ষতে মাছি ডিম পাড়লে পোকা হতে পারে। বাচ্চা ছাগলে এ রোগ হলে হার্ট আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে পৃথক করে সাপোর্টিভ চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। কুসুম গরম পানিতে ফিটকি-রি বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে মুখের ও পায়ের ঘা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ছাগলের ঘর ২% আয়োসান বা অন্যান্য ডিসইনফেকট্যান্ট দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের মল মূত্র, বিছানা ও ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্য মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মৃত ছাগলকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না এবং পথে ঘাটে ফেলা যাবে না। অসুস্থ ছাগলকে স্থানান্তর করা যাবে না এবং বাজারে বিক্রি করা যাবে না

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়